

‘জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা ২০১৮’ এর আওতায় জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত কর্ম-পরিকল্পনা

কৌশলগত বিষয়বস্তুর ক্রমিক নম্বর	কর্ম-পরিকল্পনার ক্রমিক নম্বর	করণীয় বিষয়	প্রত্যাশিত ফলাফল	স্বল্প মেয়াদী (২০২১)	মধ্য মেয়াদী (২০৩০)	দীর্ঘ মেয়াদী (২০৪১)
১.১	১.১.১	সকল সরকারি সেবা যে কোনো স্থান হতে সহজে স্বচ্ছভাবে কম খরচে, কম সময়ে ডিজিটাল ডিভাইসের মাধ্যমে প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ	স্বল্প ব্যয় ও সময়ে সকল সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত হবে।	১০০%	✓	✓
১.১	১.১.৬	সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোতে জনগণের জন্য আইসিটি ভিত্তিক হেল্পডেস্ক স্থাপন। এসব কল সেন্টারের জন্য টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক স্বল্প মূল্যে অথবা টোল-ফ্রি নম্বর সুবিধা প্রদান।	সেবা গ্রহণকারীরা সহজে এবং স্বল্প সময়ে সেবা পাবেন।	১০০%	✓	✓
১.২	১.২.১	সকল সরকারি প্রতিষ্ঠানের নাগরিক সেবার হালনাগাদকৃত তথ্য সরণী ওয়েবসাইটে প্রকাশ।	জনগণের প্রয়োজনীয় তথ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত হবে।	১০০%	✓	✓
১.২	১.২.২	ইলেকট্রনিক ক্রয় পদ্ধতি চালুকরণ ও সকল উন্মুক্ত দরপত্র ও নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি অনলাইনে প্রকাশের ব্যবস্থাকরণ।	সরকারি ক্রয়ের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পাবে।	১০০%	✓	✓
১.২	১.২.৩	PPA ও PPR অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থার নিজস্ব ওয়েবসাইটে দরপত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ।	ক্রয় প্রক্রিয়াকে আরো স্বচ্ছ, সহজ, গতিময় ও ব্যয় সাশ্রয়ী করবে।	১০০%	✓	✓
১.২.	১.২.৭	গুরুত্বপূর্ণ সরকারি দপ্তরে সর্বাধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থা (যেমন-ভিডিও কনফারেন্সিং) চালুকরণ।	সভার অংশগ্রহণের জন্য ভ্রমন, ব্যয় ও সময় হ্রাস করবে এবং ক্ষেত্র বিশেষে সভার প্রয়োজন দূর হবে।	১০০%	✓	✓
১.২	১.২.৮	সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে সরকার ও জনগণের মধ্যে সংযোগ সাধন	সরকারের কার্যক্রমে জনগণের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি পাবে।	১০০%	✓	✓
৭.২	৭.২.৩	দাপ্তরিক কাজে ইলেকট্রনিক পদ্ধতি ব্যবহার বৃদ্ধি করে কাগজের ব্যবহার হ্রাসকরণ।	কাগজ তৈরিতে ব্যবহৃত প্রাকৃতিক উপাদান সংরক্ষণে সহায়তা হবে।	১০০%	✓	✓

[Signature] ✓

[Signature]

[Signature]